প্রথম আলো

তারিখ 2 FEB 2013
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

নীতিমালা উপেক্ষা করে চলছে কোচিং-বাণিজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিরাজগঞ্জ ●

সরকারি নীতিমালা উপেক্ষা করে সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা প্রাইভেট ও কোচিং-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের চেয়ে কোচিং সেন্টারের পাঠদানে বেশি মনোযোগ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন অভিভাবকেরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানপ্রধান, পরিচালনা কমিটি ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য গঠিত জেলা কমিটি কোচিং-বাণিজ্য বন্ধে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় শিক্ষকেরা কোচিং সেন্টারে পাঠদানে উৎসাহী হচ্ছেন।

জেলা প্রশাসন ও জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত বছরের জুনে প্রাইভেট ও কোচিং-বাণিজ্য বন্ধে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। এর ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কোনো শিক্ষক তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং বা প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। প্রতিষ্ঠানপ্রধান কোচিং-বাণিজ্য বন্ধে অভিভাবকদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন ও প্রচার চালাবেন।

নীতিমালায় আরও বলা হয়েছে, কোনো শিক্ষক যদি অন্য প্রতিষ্ঠানের ১০ জন শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়াতে চান, তাহলে শিক্ষার্থীদের ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছ থেকে অনুমোদন করিয়ে আনতে হবে। প্রতিষ্ঠানপ্রধান, পরিচালনা কমিটি ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের (সার্বিক) সমন্বয়ে গঠিত জেলা কমিটিকে এ নীতিমালা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

> নীতিমালায় বলা আছে, কোনো শিক্ষক তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কোচিং বা প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। প্রতিষ্ঠানপ্রধান কোচিং-বাণিজ্য বন্ধে অভিভাবকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন ও প্রচার চালাবেন

নীতিমালার ১৩ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সরকারি ও বেসরকারি (এমপিওভুক্ত) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষক কোচিং-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত থাকলে কর্তৃপক্ষ তাঁর বেতন-ভাতা স্থগিত করতে এবং তাঁকে সাময়িক ও স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করতে পারবে। কিন্তু নীতিমালা প্রণয়নের সাত মাস পরও সিরাজগঞ্জে কোচিং-বাণিজ্য বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই সুযোগে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা বাড়িতে এবং ভাড়া করা বাড়িতে কোচিং সেন্টারের কার্যক্রম চালাচ্ছেন।

সদর উপজেলার সালেহা ইসহাক সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক সীমা পারভীন, সবুজ কানন উচ্চবিদ্যালয়ের নূর এ আলম, বিএল সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের রতন কুমারসহ জেলা শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা কোচিং-বাণিজ্য চালাচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ ব্যাপারে সীমা পারভীন, রতন কুমার ও নূর এ আলম জানান, নীতিমালা জারি হওয়ার পর থেকে তাঁরা প্রাইভেট পড়ানো কমিয়ে দিয়েছেন। তা ছাড়া নীতিমালা অনুযায়ী ১০ জন শিক্ষার্থীকে তাদের বাড়িতে পড়ানোর বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পড়ানোর বিষয়ে জানতে চাইলে তাঁরা জানান, দু-একজন শিক্ষার্থী তাঁদের কাছে প্রাইভেট পড়তে পারে। ওই শিক্ষার্থীদের তাঁরা আর পড়াবেন না।

সালেহা ইসহাক সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুল হালিম জানান, তাঁর বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষক প্রাইভেট বা কোচিংয়ে পড়ান কি না, তা তিনি জানেন না। তা ছাড়া কোনো শিক্ষক তাঁর কাছ থেকে কোচিং করানোর বিষয়ে অনুমতিও নেননি। এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

কোচিং-বাণিজ্য বন্ধে গঠিত জেলা কমিটির সভাপতি ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোখলেছুর রহমান জানান, কোচিং বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জেলার সব প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের যৌথিকভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে তদন্ত করে কোচিংয়ের বিষয়ে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।